বিশ্বমানের জাতীয়
পরিসংখ্যান ব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
আইসিটি -২ শাখা

'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮'-এর করণীয় বিষয়সমূহের ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন ২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোছাঃ সুলতানা পারভীন যুগ্মসচিব ও সভাপতি (আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
সভার তারিখ	১৬-০৮-২০২২ খ্রি:, মঙ্গলবার
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ (ব্লক-বি)
উপস্থিতি	...

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮" বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইসিটি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটির অধিকাংশ সদস্য নতুন হওয়ায় সভাপতি "আইসিটি নীতিমালা ২০১৮" বিষয়ে পূর্বে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, পলিসির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সভায় উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্যসচিব জনাব মুঃ ওয়াহিদ মুরাদ -কে অনুরোধ জানান।

০২। এপর্যায়ে সদস্যসচিব বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোসহ ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ হলো ডিজিটাল সরকার, ডিজিটাল নিরাপত্তা, সামাজিক সমতা এবং সার্বজনীন প্রবেশাধিকার, শিক্ষা-গবেষণা ও উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন এ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবেশ-জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। এপর্যায়ে এ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আতিক এস.বি. সাত্তার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে কোনগুলো এ বিভাগ সম্পর্কিত তা জানতে চান। সদস্যসচিব বলেন, উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে যেসকল বিষয়সমূহ এ বিভাগ ও এর অধীনস্থ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সম্পৃক্ত তা এ বিভাগের জন্য প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করতে হয়। সর্বশেষ জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এপ্রিল-

জুন ২০২২ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সভায় সিদ্ধান্ত হলে সচিব,পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুমোদনক্রমে প্রেরণ করতে হবে। সদস্যসচিব 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর কর্মপরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন-২০২২) অগ্রগতির খসড়া প্রতিবেদন সকলের অবগতি ও মতামতের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।

০৩। কর্মপরিকল্পনার ক্রমিক নং ১.১.১ এ গৃহীত কার্যক্রম/পদক্ষেপের অংশ হিসেবে Open Government Data (OGD) বিষয়ে আলোচনাকালে সভাপতি বলেন, ওজিডির ওয়েবসাইট পুনঃপর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এতে কি কি ডাটা আছে তা পর্যালোচনা করে আর কি কি ডাটা সংযুক্ত করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র প্রকাশনাসমূহের জন্য ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পাবলিকেশন সফটওয়্যারের বিষয়ে আলোচনাকালে এই বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আতিক এস.বি. সাত্তার বলেন, ডিজিটাইজেশন অফ বিবিএস পাবলিকেশন সফটওয়্যারটি একটি ওয়েববেইজড সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যারটি জনসাধারণ কর্তৃক সহজে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য আইপি এড্রেস এর বদলে ডোমেইন নেইমভিত্তিক ওয়েব ঠিকানার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর কম্পিউটার উইং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৪। 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর কর্মপরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের পর্যালোচনা শেষে সভাপতি বলেন, এই নীতিমালায় এ বিভাগ ও বিবিএস এর জন্য নির্ধারিত করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। এখানে অনেক কার্যক্রম রয়েছে যা এ বিভাগ ও বিবিএসের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। বিগত সময়ে যে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছিল তাতে অনুমান নির্ভর বাস্তবায়নের শতকরা হার দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে সদস্যসচিব বলেন, আইসিটি নীতিমালা ২০১৮ এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিবিএসে একটি কমিটি রয়েছে। বিবিএস প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর এই কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগে প্রেরণ করে। একটি সভা আয়োজনের মাধ্যমে বিবিএস হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও বিভাগের প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুমোদনক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এপর্যায়ে সভাপতি বলেন, বিবিএস সর্বশেষ যে ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন ২০২২) প্রতিবেদন পাঠিয়েছে তার বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার পুনঃপর্যালোচনা করে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন আগামী ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করবে। তিনি আরো বলেন যেহেতু আইসিটি নীতিমালা ২০১৮ এর অনেক বিষয়ে অনুধাবন ঘাটতি রয়েছে তাই পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে বলেন ২০২২ এর মধ্যে আইসিটি নীতিমালা পরিবর্তন হলে সংশোধিত নীতিমালার উপর একটি ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

০৫। এপর্যায়ে সদস্যসচিব বলেন যেহেতু 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর কার্যক্রম এ বিভাগের আইসিটি-২ শাখা হতে পরিচালিত হচ্ছে তাই আইসিটি-২ শাখার শাখা কর্মকর্তা জনাব মির্জা মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-কে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করা যেতে পারে। তাছাড়া যেহেতু আইসিটি নীতিমালা ২০১৮ এর অধিকাংশ কার্যক্রম বিবিএস কর্তৃক সম্পাদিত হয় তাই

বিবিএসের কম্পিউটার উইং এর পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং জনাব যতন কুমার সাহা, সিস্টেম অ্যানালিস্ট ও ফোকাল পয়েন্ট (আইসিটি নীতিমালা বিষয়ক), বিবিএস -কে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতিসহ সকলে একমত পোষণ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:

(১) অন্যান্য দেশের অনুসরণীয় OGD সাইট হতে অভিজ্ঞতা নিয়ে বিবিএস পরিচালিত Open Government Data (OGD) ওয়েবসাইটের অলঙ্করণ পুনর্বিন্যাসসহ প্রয়োজনীয় ডাটা সন্নিবেশ করতে হবে।

(২) ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পাবলিকেশন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটির আইপি এড্রেসের বদলে ডোমেইন নেইমভিত্তিক সহজবোধ্য ওয়েব ঠিকানা প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে বিবিএসের কম্পিউটার উইং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) বিবিএস হতে প্রাপ্ত 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন-২০২২) প্রতিবেদনে বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রতিবেদনটি পুনঃপর্যালোচনা করে আগামী ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে জনাব যতন কুমার সাহা, সিস্টেম অ্যানালিস্ট ও ফোকাল পয়েন্ট (আইসিটি নীতিমালা বিষয়ক), বিবিএস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৪) বিবিএস হতে পুনরায় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর এ বিভাগের প্রতিবেদন ও বিবিএস হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রতিবেদন এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(৫) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বিবিএস এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮" বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

(৬) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি-২ শাখা (এসআইডি), পরিচালক, কম্পিউটার উইং (বিবিএস) এবং সিস্টেম অ্যানালিস্ট ও ফোকাল পয়েন্ট (আইসিটি নীতিমালা বিষয়ক), বিবিএস কে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করা হলো।

০৬। অবশেষে আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোছাঃ সুলতানা পারভীন
যুগ্মসচিব ও সভাপতি (আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ৫২.০০.০০০০.০২৭.১৬.০১৬.১৯.৬১

তারিখ: ১৩ ভাদ্র ১৪২৯

২৮ আগস্ট ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) (সদয় অবগতির জন্য)।

২) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সদয় অবগতির জন্য)।

৩) যুগ্মসচিব, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সদয় অবগতির জন্য)।

৪) পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কম্পিউটার উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৬) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার উইং, জিও কোড শাখা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

৭) সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-২ শাখা , পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮) সিনিয়র সহকারী সচিব, তথ্য ব্যবস্থাপনা-২ শাখা , পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৯) একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

১০) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি -২ শাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১১) ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মসচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

মুঃ ওয়াহিদ মুরাদ
প্রোগ্রামার ও সদস্য সচিব (আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি)